৩। -সিন্ধু:-

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা,"

=> পদটি পূর্বরাগ পর্যায়ের; এ পদে চণ্ডীদাস শ্রীরাধার পূর্বরাগের অবস্থা যেভাবে বর্ননা করেছেন, শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনে ~~[illegible]~~ অনেকবার সেই রকমই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত শ্রী চৈতন্য একা নির্জনে বসে কাঁদতেন। চৈতন্য ভাগবত; চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে এই ভাবের বিস্তৃত বর্ননা আছে, রাধা সর্বদাই ধ্যান নিমগ্না, মেঘ দেখলে মুগ্ধ হয়ে সেদিকেই নিশ্চল ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন এবং সেই সঙ্গে অনাহারও ত্যাগ করেছেন, রাধা নীলাম্বরী বসন করেন। কিন্তু এখন তিনি যোগিনীর মতো গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেছেন, ~~রাধা নীলাম্বরী বসন করেন। কিন্তু এখন তিনি~~ বেনী উন্মোচিত করে ফুলের গাঁথনি খুলে ফেলে কালো চুলের দিকে তাকিয়ে থাকেন, কারন তাতে কৃষ্ণের বর্ন সাদৃশ্য অনুভব করেন, মেঘের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে দু হাত তুলে তিনি কি যেন বলেন, আবার এক দৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কন্ঠের দিকে তাকিয়ে থাকেন; চণ্ডীদাস জানিয়ে বলেছেন, প্রেমিক কৃষ্ণের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের জন্যেই রাধার এই অবস্থা হয়েছে, এই পদে চণ্ডীদাস যেন ভাব সাধনার ভাবাত্মক উৎকন্ঠারই একটি অবিস্মরণীয় ছবি এঁকেছেন। এই ধরনের পূর্বরাগের পদে শ্রীরাধা যেন ~~[illegible]~~ যথার্থই সাধিকায় পরিনত হয়েছেন। পদটির প্রেরনা অবশ্য সম্পূর্ণত চণ্ডীদাসের নিজস্ব নয়; কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় সদুক্তিকর্ণামৃত সাহিত্যদর্পণ এবং পরবর্তীকালে শ্রীরূপের পদ্যাবলী তে উদ্ধৃত একটি শ্লোকের সঙ্গে এর ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় —

" আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা।
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি,

কিন্তু চণ্ডীদাস তাঁর পদে নবপ্রেমমুগ্ধা, আত্মবিস্মৃতা রাধার আচরনের যে বর্ননা দিয়েছেন তা অনেক বেশি আবেগপ্লাবিত হয়েছে।